بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৩ জানুয়ারি ২০২১

কোভিড-১৯ বিশ্বজনীন মহামারীর দীর্ঘমেয়াদী অস্থিতিশীলকারী পরিণামের বিষয়ে কথা বললেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান

আহমদী মুসলমানদের আত্মসংশোধন এবং বিশ্ববাসীকে অন্যায়-অবিচার পরিত্যাগ করে খোদা তা'লার দিকে মুখ ফেরানোর জরুরী আবশ্যকতা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য তাগাদা দিলেন হুযুর আকদাস

নববর্ষের দিনে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বিগত বছরে মানবতা যেসব দুর্বিপাকের মোকাবেলা করেছে সেগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, মানবজাতির অনুধাবন করা আবশ্যক, এটি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এক সতর্কবাণী, যেন মানবজাতি অন্যায়-অবিচার থেকে বিরত হয়।

টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে মসজিদে মুবারক-এ ১ জানুয়ারি ২০২১ জুমুআর খুতবা প্রদানকালে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আজ নতুন বছরের প্রথম দিন আর আজ প্রথম জুমুআও বটে। তাই আমাদের বিশেষভাবে দোয়া করা উচিত যেন এ বছরটি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জন্য, বিশ্বের জন্য এবং মানবতার জন্য যেন আশিসমণ্ডিত সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন আমাদের দায়িত্বসমূহ পালনকারী হই এবং আরও বেশি খোদা তা'লার দিকে ঝুঁকি এবং নিজেদের ইবাদতের মানের উন্নয়নকারী হই। বিশ্ববাসী, তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবনপূর্বক, আল্লাহ্ তা'লার অধিকারসমূহ আদায় করুক। অন্যের অধিকারসমূহ হরণের পরিবর্তে, খোদা তা'লার আদেশাবলী অনুসারে তারা একে অপরের অধিকার পরিপূরণকারীতে পরিণত হোন। যখন বস্তুবাদী মানুষ এমন করতে ব্যর্থ হয়, তখন খোদা তা'লা তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে, তাদের দৃষ্টি তাদের দায়িত্বাবলীর দিকে আকর্ষণ করেন। এমন হোক যে আমরা, এবং বিশ্ববাসী এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুধাবন করি এবং নিজেদের জীবনকে এ পৃথিবীতে এবং পরকালে কল্যাণময় করে নিই।"

বিগত বছরের বিশ্ব যে অভূতপূর্ব পটপরিবর্তনের দৃশ্য অবলোকন করেছে, সে দিকে ইশারা করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"বিগত বছরে, আমরা অত্যন্ত ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধির মুখোমুখি হয়েছি। বিশ্বের কোন দেশ এ বিশ্বজনীন মহামারী থেকে মুক্ত নয়; যদিও এটি কতক দেশকে অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশি আক্রান্ত করেছে। তবে, মনে হচ্ছে যে, বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এ বিশ্বজনীন মহামারীকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কীভাবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিত তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য একটি নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করতে চায় না। তারা এটি বিবেচনা করতে চায় না যে, আল্লাহ্ তা'লা হয়তো আমাদেরকে জাগাতে চাচ্ছেন, পথ প্রদর্শন করতে যাচ্ছেন এবং আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব অনুধাবন করাতে চাচ্ছেন।"

হুযূর আকদাস বলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর এ সতর্কবাণী যে, সীমালংঘন এবং মানবতার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অন্যায়-অবিচার এবং খোদা তা'লার অধিকার আদায়ে ব্যর্থতার ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারীসমূহ এসে থাকে – এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গত গ্রীষ্মে তিনি বিভিন্ন বিশ্বনেতাকে পত্র লিখেছিলেন।

হুযূর আকদাস বলেন যে, যদিও নেতৃবর্গের কয়েকজন তাদের শান্তিকামিতার উল্লেখ করে পত্রের উত্তর প্রদান করেন, প্রকৃতপক্ষে পত্রগুলোতে আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক সংশোধনের জন্য যে আহ্বান ছিল, তাঁরা তার অন্তর্নিহিত গুরুত্ব উপলব্ধি না করে, কেবল ভাসা ভাসা ও কৌশলী উত্তর প্রদান করেন। হুযূর আকদাস বলেন যে, পত্রগুলোর ধর্মীয় দিকটি, যেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খোদা তা'লার অধিকার আদায়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল, তারা তা এড়িয়ে গেছেন।

আজকের দিনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যেখানে কোভিড-১৯ মানুষের স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করছে, সেখানে এর এক বিশাল অর্থনৈতিক প্রভাবও রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি অনেক ধনাঢ্য ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। ইহজাগতিক মানুষের দৃষ্টিতে এর একটিই সমাধান। একবার যখন তারা এমন অবস্থায় উপনীত হবে, যখন তাদের অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে থাকবে, তখন তারা অন্যান্য ছোট ছোট দেশের সম্পদ ও অর্থনীতির ওপর হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করবে এবং তাদেরকে নিজেদের জালে জড়িয়ে, তারপর কোন না কোন বাহানায় তাদের সম্পদ হস্তগত করবে। এ উদ্দেশ্যে, তারা ব্লকসমূহ গঠন করবে, আর এমন জোটসমূহ লালনের সূচনা ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। এক শীতল যুদ্ধের পুনরোদয় হবে। বস্তুত, বলা হচ্ছে যে, এক অর্থে, ইতিমধ্যেই এর সূচনা হয়ে গেছে, আর এটাও খুবই সম্ভব যে, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের সূচনা হবে, আর সেই যুদ্ধে এমন মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হবে যা বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ বয়ে আনবে।"

অন্যকে উপদেশ দানের পূর্বে আত্মসংশোধনের আবশ্যকতার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এ বছরটি কেবল তখনই একে অপরকে মোবারকবাদ দেওয়ার যোগ্য হবে, যদি খোদা তা'লার প্রতি এবং একে অপরের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে মানবজাতিকে অবহিত করার এবং উপলব্ধি করানোর দায়িত্ব আমরা পালন করতে পারি। এটা স্পষ্ট যে, এসব কিছু সম্পন্ন করতে হলে, আমাদেরকে প্রথমে নিজেদের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করার পর, আমাদেরকে সততার সাথে নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে, আমাদের নৈতিক অবস্থা এমন কিনা, যেখানে আমরা খোদা তা'লার হক যথাযথভাবে আদায় করছি? আমরা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে মানবজাতির হক আদায় করছি কিনা? নাকি অবস্থা এমন যে, এখনো আমাদের নিজেদেরই সংশোধন প্রয়োজন এবং অন্যদের জন্য নিজেদের হৃদয়ে যে ভালোবাসা রয়েছে তা উন্নীত করা প্রয়োজন?"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“তাই, প্রত্যেক আহমদীর এ বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত যে, তার উপর এক গুরুভার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, আর তা পূরণ করার জন্য, তাদেরকে প্রথমে তাদের নিজ আহমদী পরিমণ্ডলে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের এক আবহ সৃষ্টি করতে হবে, আর এরপর বিশ্ববাসীকে এই পতাকাতলে সমবেত করতে হবে, যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উত্তোলিত করেছিলেন, আর যা আল্লাহ্ তা’লার তৌহীদের (একত্ববাদের) পতাকা।”

আমাদেরকে নৈতিক সংশোধনের এক অঙ্গীকার করার আহবান করে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“প্রত্যেক আহমদী পুরুষ, নারী, যুব, শিশু ও বৃদ্ধ ব্যক্তির বিষয়টি অনুধাবনপূর্বক এ বছর এক অঙ্গীকার করা উচিত যে, বিশ্বে এক আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লব আনয়নের জন্য তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের সকল যোগ্যতা কাজে লাগাতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে এমন করার তৌফিক দান করুন।”

জুমুআর খুতবার শেষ প্রান্তে হুযূর আকদাস আলজেরিয়া ও পাকিস্তানের আহমদীদের বিরুদ্ধে চলমান নিপীড়নের কথা উল্লেখ করেন। হুযূর আকদাস আহমদীদের দোয়ার জন্য আহ্বান করেন যেন খোদা তা’লা শীঘ্রই নিষ্ঠুর আচরণকারীদের বিচারের সম্মুখীন করেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সম্মান রক্ষার নামে যারা রাষ্ট্রীয় ধর্ম অবমাননা আইনসমূহ ব্যবহার করে আহমদীদের মিথ্যা মামলার শিকার করে, তাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“প্রকৃতপক্ষে, এ সকল মানুষ, যারা আমাদের নির্যাতন করে, তারা প্রকৃতপক্ষ সেই মহামানবের নামকেই কলুষিত করে, যাকে ‘রহমতুল্লিল আলামীন’ (জগতসমূহের জন্য রহমত) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। বস্তুত, আহমদীরাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্মানকে সমুন্নত রাখার জন্য নিজেদের জীবন কুরবানী করে চলেছে ... সুতরাং এসব ইহজাগতিক মানুষ, এ পার্থিব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পদ ব্যবহার করে আমাদের ওপর অন্যায় আঘাত করতে পারে, তবে তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা সেই খোদায় বিশ্বাস করি যিনি ‘সর্বোত্তম রক্ষাকারী ও সর্বোত্তম সাহায্যকারী’।”

নতুন বছরের আগমনে যখন অনেকেই আনন্দ উদযাপন করছেন, তখন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) প্রকৃত উদযাপনের কারণ সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সমাপ্তি টানেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“প্রকৃত উদযাপন তখনই হবে যখন সমগ্র মানবজাতি মানবিক মূল্যবোধকে সমুন্নত করবে; যখন মানুষে মানুষের প্রতিশোধপরায়ণতা ভালোবাসায় রূপান্তরিত হবে।”